NREGA/MNREGA Scheme 2005

২০০৫ সালে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (NREGA) আইনটি করা হয়। পরে এর নাম হয় মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MNREGA)। এই আইন চালু করার উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি পরিবারের প্রতি সাবালক সদস্যকে প্রতি অর্থবর্ষে অন্তত ১০০ দিন অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কায়িক পরিশ্রমের কাজ দেওয়া এবং পরিবারের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিবারকে অন্তত ১২০ দিন কাজ দেওয়া যা পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারেন।

১লা এপ্রিল ২০০৮ সালে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়। ২০১৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক তার বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এই প্রকল্পের প্রশংসা করে বটে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি দেখার মতো এবং অনুকরণযোগ্য প্রকল্প। বর্তমানে করোনা-আক্রান্ত পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পটিকে আরও জোরালো এবং বিস্তৃত করা হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান করা ছাড়াও NREGA প্রকল্পের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী সম্পদ ও পরিকাঠামো সৃষ্টি করা। যথা, রাস্তাঘাট, সেচের খাল, পুকুর, কূপ, নদীর বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা, বনসৃজন, সেচের অন্যান্য কাজ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল সংরক্ষণ ও জল ভরা-জল ধরা ইত্যাদি।

এই প্রকল্পে আবেদনকারীকে তার বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ দিতে হবে। ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে। যদি আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না দেওয়া যায় তবে তাকে উপযুক্ত বেকার ভাতা দিতে হবে। NREGA প্রকল্প ও আইন অনুযায়ী এগুলি সমস্তই বৈধ আবেদনকারীর আইনগত অধিকার। এর অন্যথা হলে আবেদনকারী আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।

এই আইন ও প্রকল্প ভারতীয় সংবিধান থেকেই অনুপ্রাণিত যেখানে মানুষের কাজের অধিকার সুরক্ষিত করার কথা বলা আছে। এই প্রকল্পের কাজে ঠিকাদারের যোগদান নিষিদ্ধ। প্রকল্পের তদারকি ও রূপায়নের দায়িত্ব সমস্তটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের। আইন অনুসারে এই কাজে মজুরিকে গুরুত্ব দিতে মোট ব্যয়ের মধ্যে মজুরি ও অন্যান্য খাত যথা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির ন্যূনতম অনুপাত ৬০:৪০। এই প্রকল্পে নারী ও পুরুষের মজুরি সমান সমান। লিঙ্গভিত্তিক কোনও বৈষম্য করা হবে না।

কর্মসংস্থান অর্থাৎ একধরণের সামাজিক নিরাপত্তাপ্রদান ও অঞ্চলে স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ ছাড়াও এই প্রকল্পের বিভিন্ন লক্ষ্যের অন্যতম হল পরিবেশ রক্ষা করা, গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার প্রবণতা কমানো এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে NREGA প্রকল্পটি সাফল্য পাচ্ছে। এখনও খুব চোখ ধাঁধানো সাফল্য পরিলক্ষিত না হলেও, এ-কথা বলা যায় যে, এই প্রকল্পের ফলে গ্রামীণ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রমাণ চোখে পড়ে। এই প্রকল্পের ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে মজুরি অনেকটাই বেড়েছে। ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার ফলে মানুষ চট করে অন্য কোনও ক্ষেত্রে কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি নন। ফলে অন্যরাও বর্ধিত মজুরি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। মহিলারা বিশেষ করে এই প্রকল্পের ফলে উপকৃত হয়েছেন। আংশিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন পেয়েছেন তেমনই পেয়েছেন পুরুষের সমান মজুরির অধিকার। এই প্রকল্পে কাজের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত, তাঁদের কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক। ফলত, এই প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বেড়েছে। এর ফলে পরোক্ষে কল্যাণ হয়েছে শিশুদেরও। অপুষ্টি ও অনাহার কিছু হলেও, কমেছে। গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার প্রবণতাও কমেছে। দেখা যাচ্ছে, গ্রামে কাজ পাওয়া সুনিশ্চিত হলে, শহরে বেশি মজুরির হাতছানি থাকলেও গ্রামীণ মানুষ সেখানে যেতে আগ্রহী হন না।

NREGA প্রকল্পে অন্যান্য কাজের তুলনায় পানীয় জলের ব্যবস্থা-সংক্রান্ত কাজকর্ম এবং সেচব্যবস্থার ও নদীবাঁধের কাজকর্ম বেশি হয়েছে। এর কারণ পরিষ্কার। গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গায় পানীয় জলের অভাব প্রকট এবং গ্রানাঞ্চলে মূল জীবিকা কৃষিকাজও জলের উপর নির্ভরশীল। বর্ষার জলে কুলোয় না এবং বর্ষা অনিয়মিত। কোনও বছর বন্যা, কোনও বছর খরা দেখা দেয়। বন্যার হাত থেকে প্রাণ, বাসস্থান ও চাষের জমি রক্ষা করতে নদীতে বাঁধ দেওয়া জরুরি।

তবে, এ-কথাও ঠিক যে, যে গতিতে ও যে পরিমাণে NREGA প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হবে আশা করা হয়েছিল তা ঘটেনি। শুরুতে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার মাত্র ৩০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭০ শতাংশই এখনও বাকি। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলিও আংশিক সফল হয়েছে। গ্রাম থেকে অন্যত্র কাজের খোঁজে যাওয়া কিছু কমলেও, সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। গ্রামের দারিদ্ররেখার নীচে সমস্ত মানুষ ১০০ দিন কাজ পাননি। অথচ, বেকারভাতাও পাননি। এ নিয়ে রাজনীতিও হয়েছে অনেক। মানুষের প্রচুর অভিযোগ আছে। নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। তাঁরা সব

সময় কাজ পাননি। বনসৃজন ও জল-সংক্রান্ত কাজেও খুঁত দেখা গেছে। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের গুণগত মান খারাপ বলে প্রমাণিত।

NREGA প্রকল্পটি প্রত্যাশা এখনও সম্পূর্ণ পূরণ করতে না পারলেও, এর ফলে সুফলও মিলেছে প্রচুর। ২০০৬ থেকে আজ অবধি গ্রামীণ পরিবারগুলি অন্তত ১,১০,০০০ কোটি টাকা মজুরি বাবদে পেয়েছেন। অন্তত ১২০০ কোটি দিনের কাজ সৃষ্টি হয়েছে। মজুরি পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। অনুন্নত রাজ্যগুলিতেও ন্যুনতম মজুরি দাঁড়িয়েছে দিনে অন্তত ২০০ টাকা। মোট কাজের ৫১ শতাংশ পেয়েছেন তফশিলী জাতি ও উপজাতির মানুষ। মহিলারা পেয়েছেন মোট কাজের প্রায় ৪৭ শতাংশ।

সব মিলিয়ে এ-কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, NREGA প্রকল্পে ভালর দিক অনেক বেশি। এই প্রকল্প চালিয়ে গেলে গ্রামাঞ্চলের অনেক উপকার ঘটবে। শুধু একটি কথা এই কাজে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব ফেলা বন্ধ রাখতে হবে এবং স্থানীয় স্তরে প্রকল্প তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বে যারা আছেন সেই পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তির দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করতে হবে।